দৈনিক বাংলা

তারিখ 16 JUL 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 4

শিক্ষক সমিতির জাতীয় সম্মেলনে ভাষণ

শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা রক্ষা করুন: এরশাদ

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সকলের প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাক্ষার ও দেশে শিক্ষার সামগ্রিক মান উন্নত করার উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। খবর বাসসের।

বৃহস্পতিবার ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে ভাষণদানকালে তিনি বলেন, আসুন আমরা দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য ক্যাম্পাস থেকে সকল প্রকার অশুভ তৎপরতার অবসান ঘটানোর শপথ নেই।

সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপপ্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমদ, শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি শেখ আমানুল্লাহ ও মোহাম্মদ আজিজুল হক শাহ বক্তৃতা করেন।

বিপুলসংখ্যক শিক্ষক প্রতিনিধি ছাড়াও মন্ত্রী ও সরকারী কর্মকর্তারা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বার্ট্রান্ড রাসেলের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, শিক্ষকরা সভ্যতার বিবেক, জাতির পথপ্রদর্শক ও মানুষের মত মানুষ গড়ে তোলার স্থপতি।

তিনি বলেন, ইসলামও শিক্ষকদের সম্মানজনক স্থান দেয় ও তাদেরকে পিতা-মাতার মতই শ্রদ্ধা করতে শেখায়।

বাংলা

শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা

(১ম পৃঃ পর)

গতির কথা উল্লেখ করে তিনি এই মর্মে দুঃখ করেন যে শিক্ষাখাতে কাঙ্ক্ষিত উন্নতি লাভ না করার কারণে আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি।

প্রেসিডেন্ট বলেন, সময়ের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষাখাতকে গণমুখী করে তোলা সম্পর্কে এখন গভীরভাবে ভেবে দেখার সময় এসেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষকদের স্মরণ করিয়ে দেন যে তাদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার ওপরই এসব কিছু নির্ভরশীল।

তিনি বলেন, স্বাধীনতা অর্জনের সময় শিক্ষার হার শতকরা ১৮ থেকে ২০ ভাগ ছিল বলে বলা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুসারে এই হার এখন শতকরা ৩০ ভাগে উন্নীত হয়েছে। এই হার মোটেও গর্ব করার মত নয়। আমরা অবশ্যই এই হারকে এমন একটা পর্যায়ে উন্নীত করবো যাতে শিক্ষিত জাতি হিসাবে গর্ব করতে পারি।

প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার ওপর জোর দিয়ে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, কেবল এভাবেই গ্রামের মানুষকে সাক্ষর করে তোলা যাবে।

তিনি বলেন, আমাদের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য পেশার লোকেরা বিদেশে সুনাম অর্জন করছেন, অপরদিকে গ্রামের মানুষ নিরক্ষরতার অভিশাপগ্রস্তই রয়ে গেছেন।

তিনি বলেন, পর্যায়ক্রমিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে দু'হাজার সালের মধ্যে শিক্ষিতের হার শতকরা ৮০ ভাগে উন্নীত করার উদ্যোগ নিতে হবে। সেই সঙ্গে শিক্ষার মান বাড়ানোর ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের অর্থবহ শিক্ষাদানের চেষ্টাও চালাতে হবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, তার সরকার জাতির প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে গণমুখী শিক্ষা চালু করতে চান। এ লক্ষ্যেই সরকার একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন, এই কমিশন ইতিমধ্যেই এর রিপোর্টও পেশ করেছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তার সরকার এই রিপোর্ট জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়ায় বিশ্বাসী নন, বরং রিপোর্টের ওপর সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে জনমত জানতে চান। রিপোর্টটি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেই কেবল বাস্তবায়িত করা হবে।

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান পরিস্থিতির উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট প্রশ্ন রাখেন যে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে যেক্ষেত্রে জীবনের নিরাপত্তা নেই ও সেশন জ্যামের কারণে যথাসময়ে শিক্ষা সমাপ্তির নিশ্চয়তা নেই সেক্ষেত্রে অভিভাবকরা কেন তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার জন্য সেখানে পাঠাবেন?

তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮০ থেকে '৮৭ পর্যন্ত সাড়ে সাত বছরের মধ্যে সাড়ে চার বছরই বন্ধ ছিল, আর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮১ থেকে '৮৫ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ৪৭২ দিন বন্ধ ছিল। গত বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ২৪২ দিন বন্ধ ছিল বলে উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন, সরকার প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের পেছনে বছরে ১৩ হাজার ৬৩২ টাকা ব্যয় করেন।